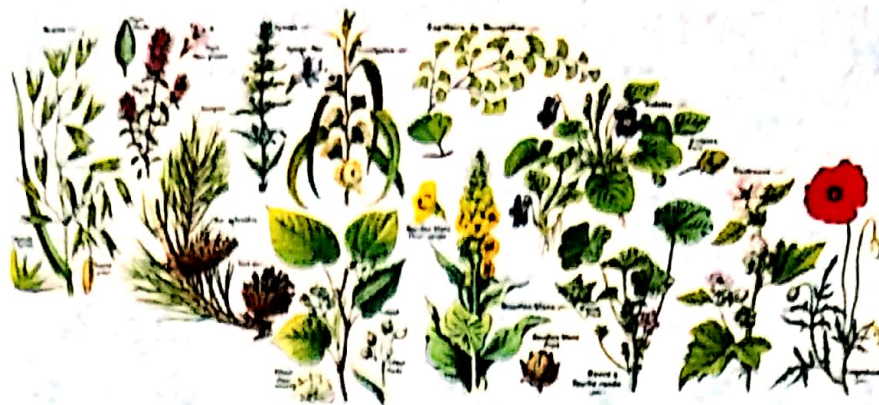
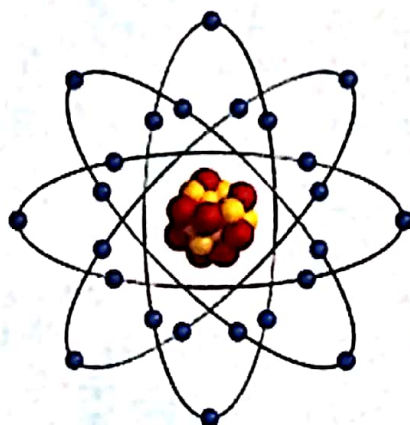




QUEST

2017 - 18

Vol - 12



Uluberia College
Uluberia, Howrah- 711315

Quest

A Bi-lingual Peer Reviewed Academic Journal

Editor

Dr. Aditi Bhattacharya

Editorial Board

Dr. Debasish Pal, Dr. Siddhartha Sankar Bhattacharya,
Dipak Kumar Nath, Sm. Chandana Samanta
Dr. Uttam Purkait, Dr. Momotaj Begam.

Technical Editor

Dr. Sirshendu Das & Abdulla Bin Rahaman

Advisory Committee

Dr. Urvi Mukhopadhyaya

Dept. of History, W.B. State University,

Dr. Biswajit Choudhury

Dept. of Applied Chemistry, Indian School of Mines.

Prof. Supriyo Bhattacharya

Dept. of Economics, Kalyani University,

Dr. Manidipa Sanyal

Dept. of Philosophy, Calcutta University,

Dr. Chanchal Dasgupta,

Dept. of Life Science and Biotechnology,
Jadavpur University

CONTENTS

Part I

শত বছরের সন্ধিক্ষেপে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প ফিরে দেখা
ডঃ চিত্রিতা দত্ত সরকার 3

অনবদ্য বর্ণনাগুণে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প
ডঃ মমতাজ বেগম 11

Part II

বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের কবিতা : 'আরেক মুঠো অথৈ আকাশ'
প্রীতম চক্রবর্তী 19

Incarnation of an 'in between space': Quest for the
Elaborated Terrain of Cultural Hybridity in
Amitav Ghosh's The Shadow Lines
Debolina Byabortta 32

বিবাদ, বিষন্নতা, মৃত্যুচেতনা ও সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কবিতা
সুপ্রিয় ধর 40

Skepticism as a Tool for Philosophical Enquiry
Dr. Aditi Bhattacharya 47

শীল চিন্তার আলোকে চাম্পেয় জাতক
মৌমিতা রায় 57

ন্যায়মতে ব্যাপ্তিগ্রাহক : একটি দার্শনিক সমীক্ষা
অয়নিকা চট্টোপাধ্যায় 65

অনবদ্য বর্ণনাগুণে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প

ডঃ মমতাজ বেগম

অধ্যাপিকা, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, উলুবেড়িয়া কলেজ

[বিষয় চুম্বক : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছোটগল্পকার হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছেন নানা কারণে। আমাদের আলোচ্য বিষয় তাঁর গল্পের চমৎকার বর্ণনাগুণ। লেখকের কল্পনাশক্তি, সৌন্দর্যবোধ, প্রাচীন আদিমতার স্বরূপ। প্রাগৈতিহাসিক হিংস্র জন্তুবতা, প্রাকৃতিক পরিবেশ — এ সবই তাঁর বর্ণনাগুণে অনবদ্য রূপ লাভ করেছে। প্রকৃতি, প্রবৃত্তি ও মানুষের ভয়াল ভয়ঙ্কর নিখুঁত রূপ বর্ণনায় সিদ্ধহস্ত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। বর্ণনার মূল হাতিয়ার হল শব্দ। ভাষা নানান বিভঙ্গতায় ক্ষণে ক্ষণে তার রূপ বদল করেছে। গল্পের রসবোধকে, কৌতুহলকে ইঙ্গিতপূর্ণ, ব্যঞ্জনাময় ও শিল্পসঙ্গত করে তুলতে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অনবদ্য বুনন ক্ষমতা আজকের পাঠককেও বিস্মিত করে। শুধু গল্প পড়া নয়, আধুনিক মানুষ নিজের অন্তরে আলো ফেলে নিজেকেও চিনে নিতে পারবেন অনায়াসে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পের মধ্যে দিয়ে।]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পগুলির প্রথম পরিচয় অনবদ্য বর্ণনাগুণ, জীবনের সুতীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি সব সময়েই মনে রেখেছেন বাস্তবতা ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পটভূমিকায় জীবন যখন নির্মোহ, আবেগহীন, রোমান্টিকতাহীন হয়ে পড়েছে তখন মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসা মুগ্ধতাকে নতুন রূপে বুনে তোলার চেষ্টা চালিয়েছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। জীবন সম্পর্কে নানান প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা জীবনের গতিমুখ পরিবর্তনের মন্ত্রটিকে আত্মস্থ করতে সাহায্য করেছে। এক ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন — ‘ছোটগল্প লিখে অনেক তৃপ্তি পাই’।

আকর্ষণীয় জীবনপিপাসায় নিমগ্ন থেকে জীবনের কথাগুলিকে একটি একটি করে গেঁথে তুলেছেন নকশাকাঁথায়। গল্প বলার জন্য অসাধারণ পরিবেশ সৃষ্টি করার ক্ষমতা তাঁর ছিল। আধুনিক সমালোচকের কথায় বলা যায় —

‘Now - a - days reading of story is not for pleasure, but for understanding’

জীবনের বাঁচার লড়াইকে আরও মজবুত করতে, এক বলিষ্ঠ ভিত্তির উপর স্থাপন করতে ‘understanding’ এর প্রয়োজনীয়তা অবশ্যসম্ভাবী। চেতন অবচেতনের লড়াইয়ে ক্লান্ত আধুনিক মানুষ মানবিকতা অমানবিকতার রুঢ় রুক্ষ রূপের সন্মুখীন। অন্তর্মুখী আত্মসমীক্ষায় মধ্যবিত্ত মানসিকতা যখন ক্ষত-বিক্ষত তখন নিজের গর্বিত মুখের উজ্জ্বল ছবি দেখার জন্য লোলুপ আর এক শ্রেণীর মানুষ। এসব বর্ণনা পাওয়া যায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘টোপ’, ‘হাড়’, ‘বীতংস’,